তাখরীজ ও তাহকীকসহ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

তাম্বীহুল গাফিলীন

(পথহারাদের পথের দিশা)

১ম খণ্ড

মূল

ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী রহ.

(ইন্তিকাল : ৩৭৩ হিজরী)

অনুবাদ

মুফতী মুহাম্মাদ আল-আমিন নূরী

মুহাদ্দিস, অনুবাদক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা

ফাযেলে দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

তাখরীজ

মাওলানা জহুরুল ইসলাম

মুতাখাসসিস ফী উলূমিল হাদীসিশ শরীফ

বিভাগীয় প্রধান (অনার্স শ্রেণী), নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা

আনোয়ার লাইব্রেরী

[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ফোন : ০২-৪৭১১৬৫৭০

anwarlibrarybd@gmail.com

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

জরুরী কিছু কথা.....৪৮

অনুচ্ছেদ-১ : ইখলাস প্রসঙ্গ/৩৭

শুধু আল্লাহর জন্য যে আমল করা হয়, তা-ই কবূলের যোগ্য.....৩৭
গাইরুল্লাহর জন্য করা আমলে ক্লান্তি বৈ কিছুই নেই.....৩৯
সাতটি আমল সাতটি বিষয় ছাড়া অর্থহীন.....৪০
আমল প্রকাশিত হওয়ার সওয়াব.....৪২
আল্লাহ তা'আলা আমলকারীর অন্তর দেখেন.....৪৩
ইখলাসশূন্য আমল জাহান্নামের কারণ.....৪৪
মুখলিস ও তার গুণাবলী.....৪৭
আল্লাহকে ভয় না করে মানুষকে ভয় করার পরিণতি.....৪৭
রিয়া ও তার পরিণাম.....৪৮
রিয়াকারীর আলামত.....৪৯
তিনটি জিনিস আমলের হেফাজতকারী.....৪৯
শুদ্ধ আমলের জন্য চারটি বিষয় অনিবার্য.....৫০
ইখলাসের বিষয়ে সতর্ক থাকা.....৫১
সালেহ (পুণ্যবান) ব্যক্তির পরিচয়.....৫২
মুমিন ও পাপাচারীর পরিচয়.....৫৩
অসৎ নিয়ত ও অন্তরের দুরাচারের প্রতিফল.....৫৪
আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা পরিত্যাগ কর.....৫৫
রিয়ার ভয়ে আমল ত্যাগ না করা চাই.....৫৬
ফরজ ইবাদতে লৌকিকতা.....৫৭

অনুচ্ছেদ-২ : মৃত্যুর বিভীষিকা ও তীব্রতা/৫৮

মৃত্যুর কঠিন অবস্থা.....৫৮
সূক্ষ্ম ইলম.....৬১
পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গনিমত মনে কর.....৬২
রূহ কবজ এবং মালাকুল মওত কর্তৃক মৃতের পরিজনকে সম্বোধন.....৬৪
কবর হবে জান্নাতের উদ্যান কিংবা জাহান্নামের গর্ত.....৬৫
মৃত্যুর ধরন.....৬৫

বিষয় পৃষ্ঠা
তিনটি বিষয় মনে রাখা কর্তব্য ৬৬
চারটি বিষয়ে গুরুত্বপ্রদান কর্তব্য ৬৬
মৃত্যুর স্বরূপ ৬৬
স্মরণীয় ও উপদেশমূলক উক্তি ৬৮
মৃত্যুর স্মরণ ও তা থেকে গাফেল থাকার পরিণতি ৬৯
মৃত্যুর বিভীষিকা ৬৯
চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৭০
মৃত্যুর সময় মুমিনের সুসংবাদ ৭১
অলসতা থেকে সচেতন হওয়ার আলামত ৭৩
সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ৭৪
সর্বোত্তম ও সর্বাধিক বুদ্ধিমান মুমিন ৭৫

অনুচ্ছেদ-৩ : কবরের আযাব ও তার তীব্রতা/৭৭

কবরে মুসলমানের প্রশ্নোত্তর ৭৭
কবরে কাফেরের প্রশ্নোত্তর ৮০
মুসলমানদের রূহ যেভাবে কবজ করা হবে ৮১
কাফেরের রূহ যেভাবে কবজ করা হয় ৮২
মুসলমান ও কাফেরের কবরের পার্থক্য ৮২
আটটি আমল কবরের আযাব থেকে নাজাতের কারণ ৮৩
কবরের নীরবতায় বিভ্রান্ত না হওয়া ৮৪
মুমিন ও কাফেরের প্রতি কবরের সম্বোধন ৮৬
খেয়ানতের কারণে কবরের আযাব ৮৭
জমিনের প্রতিদিনের ঘোষণা ৮৮
চোগলখোরী ও নামাযে অবহেলা কবরের আযাবের কারণ ৮৮
দুনিয়া ও আখেরাতে অবিচলতার স্বরূপ ৮৯
কবরে প্রশ্নোত্তরের স্বরূপ ৯১
কবরের প্রশ্নোত্তর ৯২
মৃত ব্যক্তির চিৎকার ৯৪
সৎকর্ম কবরের আযাব থেকে মুক্তির কারণ ৯৫

অনুচ্ছেদ-৪ : কিয়ামতের বিভীষিকাময় দৃশ্য/৯৭

তিন জায়গায় কেউ কারো খোঁজ নিবে না ৯৭

বিষয় পৃষ্ঠা

শিঙ্গায় ফুৎকার ৯৮
পৃথিবী যেভাবে ধ্বংস হবে ১০০
পুনরায় জীবিতকরণ ১০১
কিয়ামতের ভয়াবহতা ১০২
কেউ কারো বোঝা বহন করবে না ১০৬
শাফায়াত ১০৮
হাশরের ভয়াবহতা লক্ষ্য করে প্রত্যেকেই ভাববে আজ আমার মুক্তির নেই ১১১
কালেমা জান্নাতে যাওয়ার কারণ ১১২
কিয়ামত দিনের দীর্ঘতা ১১৩

অনুচ্ছেদ-৫ : জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বর্ণনা/১১৫

দোযখের আগুনের উত্তাপ ১১৫
জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু ১১৫
দোযখের আগুন ১১৬
জাহান্নামের সর্বাধিক লঘু আযাব ১১৭
জাহান্নামীদের আর্তনাদ ১১৭
জিবরাঈল আ.-এর জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন ১২১
জাহান্নামের আলোচনা ১২২
জাহান্নামের দরজাসমূহ ১২৩
জাহান্নামের কোন দরজায় কে থাকবে ১২৪
দোযখ থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর মুক্তি ১২৭
মৃত্যুকে জবাই করা ১২৯

অনুচ্ছেদ-৬ : জান্নাত এবং জান্নাতের নিআমত/১৩০

জান্নাতের নির্মাণ উপাদান ১৩০
তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না ১৩০
জান্নাতের যমীন ১৩২
জান্নাতবাসীদের রূপ ও সৌন্দর্য ১৩২
আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ ১৩৩
জুমআর দিনের ফযীলত ১৩৩
জান্নাতবাসীদের বয়স ও দৈহিক গঠন ১৩৬
জান্নাতবাসীদের খাবার ও তার হজমপ্রক্রিয়া ১৩৭

বিষয় পৃষ্ঠা
জান্নাতের তুবা' বৃক্ষ ১৩৭
জান্নাতীদের সৌন্দর্য ১৩৮
জান্নাতীদের হাতের আংটিতে যা লেখা থাকবে ১৩৯
জান্নাতের নেয়ামত লাভ করতে হলে পাঁচটি কাজ আবশ্যক ১৪০
কে আখেরাতের প্রশান্তি ও সচ্ছলতা পাবে? ১৪২
জনৈক সাধকের ঘটনা ১৪২
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ১৪২
চড়া মূল্যে জাহান্নাম ক্রয় ১৪২
জান্নাতের দেনমোহর ১৪৩
জান্নাতের বাজার ১৪৩
সর্বশেষ জান্নাতবাসী ১৪৪

অনুচ্ছেদ-৭ : আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা/১৪৭

আল্লাহর রহমতের শত ভাগ ১৪৭
আল্লাহর রহমতের আলোচনার উদ্দেশ্য ১৪৭
যারা আল্লাহর রহমত পাবে না ১৪৮
রহমত লাভের দুআ ১৪৯
জনৈক গুনাহগারের ক্ষমা লাভ ১৫০
আল্লাহর বান্দারা তার রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে না ১৫১
শত ব্যক্তির ঋুনীর জান্নাত লাভ ১৫১
চারটি ও চারটি আয়াত ১৫২
আল্লাহর রহমতে জান্নাত লাভ ১৫৪
মৃত্যুর সময় ভয় ও আশা ১৫৭
আল্লাহর রহমত ব্যতীত শুধু আমলের বিনিময়ে কেউ নাজাত পাবে না ১৫৭
ইবলিসেরও নাজাতের আশা জাগবে ১৫৭
কখন ভয় উত্তম আর কখন আশা ১৫৮
পাপীদের জন্য সুসংবাদ আর নেককারদের জন্য সতর্কবাণী ১৫৮
শাসকরা কখন প্রজাদের উপর অত্যাচারী হয়ে ওঠে ১৫৯
বৃদ্ধকে শাস্তি দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন ১৫৯
আরশের নিচে ছায়া পাবে যারা ১৬১

অনুচ্ছেদ-৮ : সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ/১৬৩

যে কারণে সবাইকে শাস্তি ভোগ করতে হবে ১৬৩

বিষয় পৃষ্ঠা
সৎকাজে আদেশ কর অসৎকাজে নিষেধ কর ১৬৩
আল্লাহর প্রিয় ও অপ্রিয় আমল ১৬৪
গুনাহাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তোলার পরিণাম ১৬৫
দাওয়াত ও তাবলীগ ত্যাগ করার পরিণাম ১৬৭
দীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সৎকাজের লক্ষ্য হওয়া চাই ১৭০
সৎকাজের আদেশকারীর পাঁচটি গুণ থাকা আবশ্যক ১৭১
দীন রক্ষা করার লক্ষ্যে হিজরতের ফযীলত ১৭৩
জিহাদ, হজ্ব বা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের জন্য বের হওয়া ১৭৪

অনুচ্ছেদ-৯ : তাওবা/১৭৭

ওয়াহশী রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ ১৭৮
তাওবার শেষ সময় ১৭৯
লিপ্ত থাকা পরিহার করবে ১৮১
তাওবাকারী নিষ্পাপের মতই ১৮৩
তাওবার দরজা ১৮৫
আরেফের গুণসমূহ ১৮৫
শিক্ষণীয় ঘটনা ১৮৬
সৎ ও শুদ্ধ তাওবা ১৮৮
প্রকৃত তাওবার স্বরূপ ১৮৯
গুনাহ দেখে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন না ১৮৯
তাওবার পদ্ধতি ১৯০
তিনটি কাজে বিলম্ব করতে নেই ১৯১
তাওবার পরিচয় ও আলামতসমূহ ১৯১
মুমিনের গুনাহ ১৯৩

অনুচ্ছেদ-১০ : তাওবার দ্বিতীয় আলোচনা/১৯৫

তাওবার তারগিব এবং প্রাপ্তি ১৯৭
নেককর্ম গুনাহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় ২০০
জনৈকা নারীর তাওবার ঘটনা ২০৩
আমলনামার প্রকার ২০৮
সবচেয়ে বড় দেউলিয়া ২০৯
মূসা আ.-এর সহীফার ছয় বাক্য ২১০
যাযান গায়কের তাওবা ২১১
বনী ইসরাইলের জনৈকা নারীর তাওবা ২১২

বিষয় পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ-১১ : পিতা-মাতার হক/২১৪

পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ২১৪
পিতা-মাতার সেবা জিহাদের তুলনায় উত্তম ২১৫
মাতার হক পিতার তুলনায় তিন গুণ বেশি.....২১৫
পিতা-মাতার শোকর আদায় ব্যতীত আল্লাহর শোকর আদায় হয় না ২১৬
পিতা-মাতার হকের গুরুত্ব ২১৭
মায়ের অসন্তুষ্টির প্রতিফল : আলকামা রাযি.-এর ঘটনা.....২১৮
মাতা পিতার সাথে সদাচারণ.....২২১
পিতা-মাতার প্রাপ্য দশটি হক..... ২২৩
পিতা-মাতার জন্য দোয়া ও সদকা করা ২২৪
মৃত্যুর পরও যে আমল অব্যাহত থাকে ২২৪
পিতার উপর সন্তানের হক ২২৫
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার ঘটনা-১.....২২৬
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার ঘটনা-২.....২২৬
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার একটি ঘটনা-৩.....২২৭
সন্তানকে নাফরমানী করার সুযোগ দেবে না ২২৮
মানবতাবোধ রক্ষা করুন..... ২২৮
মানুষের সৌভাগ্য ২২৮
মৃত্যুর পরও অব্যাহত আমল ২২৯

অনুচ্ছেদ-১৩ : আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা/২৩১

জান্নাতের নৈকট্য এবং জাহান্নামের সাথে দূরত্ব তৈরির আমল.....২৩১
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত.....২৩১
জান্নাতীদের স্বভাব ও চরিত্র..... ২৩৩
আত্মীয়তা বজায় রাখা দীর্ঘ জীবন লাভের কারণ..... ২৩৪
আত্মীয়দের হক..... ২৩৬
আত্মীয়তা ছিন্নকারীর উপর আল্লাহর লা'নত..... ২৩৮
শিক্ষণীয় ঘটনা ২৩৯
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সুফল ২৪০
আরশের ছায়াতলে যারা..... ২৪০
নেকি ও রিযিকের বৃদ্ধি ঘটে পাঁচটি জিনিস দ্বারা.....২৪১

বিষয় পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ-১৪ : প্রতিবেশীর হক/২৪২

প্রতিবেশীর প্রকারভেদ ২৪৫
প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ ২৪৬

অনুচ্ছেদ-১৫ : মদপান সম্পর্কে হুঁশিয়ারী/২৫০

কিয়ামতের দিন মদ্যপের অবস্থা ২৫০
সব ধরনের মদ হারাম ২৫০
মদ সকল পাপের মূল ২৫১
চার ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না ২৫৩
মদপানের সাথে সংশ্লিষ্ট দশ ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানত ২৫৩
মদ্যপ ব্যক্তির পুনরুত্থান ২৫৪
মদ্যপের সাথে উঠা-বসা ২৫৪
মদ্যপের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা....................২৫৫
মদ্যপ কিয়ামতের দিন পিপাসিত থাকবে....................২৫৫
মদপানের দশটি মন্দ স্বভাবের জন্ম হয় ২৫৫
মদপান বর্জনের ফযীলত....................২৫৭
মদপানের ক্ষতি....................২৬০
মদ্যপের নামায কবূল হয় না ২৬১
মদ্যপের নামায রোযা কবূল হয় না ২৬২
মদপান যিনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ২৬২
মদ্যপ মূর্তিপূজক সমতুল্য....................২৬২
কবরে মদ্যপের মুখ কেবলা থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় ২৬৩
অনর্থক কথা ও গান বাদ্য অন্তরে নেফাক সৃষ্টি করে....................২৬৪
মদপানকে হালাল মনে করার শাস্তি ২৬৪

অনুচ্ছেদ-১৬ : মিথ্যা বলার শাস্তি/২৬৭

সত্য বলা জান্নাতে গমনের কারণ মিথ্যে বলা জাহান্নামে গমণের কারণ....................২৬৭
মুনাফিকের আলামত ২৬৭
কামেল মুসলমান সে যে মিথ্যা বলে না....................২৬৮
জান্নাতের দায়িত্ব....................২৬৮
নেফাকের আলামত থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য ২৭০
কয়েকটি বড় গুনাহের সাজা ২৭১
অমূল্য বাণী....................২৭৫
মিথ্যা বলার ক্ষেত্রসমূহ....................২৭৬
মিথ্যা হতভাগাদের আলামত ২৭৬

বিষয় পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ-১৭ : গীবত/২৭৮

গীবতের পরিচয় ২৭৮
গীবত মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া সমতুল্য ২৭৯
গীবতের দুর্গন্ধ ২৮০
গীবত নেকিকে বরবাদ করে দেয় ২৮২
চারটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকো ২৮৩
গীবত করা অপরকে উলঙ্গ করার শামিল ২৮৪
গীবত শুকরের গোশত ভক্ষণ থেকেও নিকৃষ্টতর ২৮৪
জবানের হেফাজত ২৮৫
গীবত থেকে তাওবা ২৮৬
অপবাদ চর্চা থেকে তাওবা ২৮৭
নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের সমালোচনা গীবত ২৮৭
যাদের সমালোচনা গীবত হবে না ২৮৮
গীবতের প্রকারভেদ ২৮৮
এক নবীর ঘটনা ২৮৯

অনুচ্ছেদ-১৮ : চোগলখোরী/২৯১

চোগলখোর জান্নাতে যাবে না ২৯১
চোগলখোর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ২৯১
চোগলখোরীর সাথে জড়িত ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না ২৯২
চোগলখোরীর পরিণতি ২৯৩
চোগলখোরী শয়তানের শয়তানী থেকেও মন্দ ২৯৩
চোগলখোরী লাঞ্ছনা বয়ে আনে ২৯৪
আট ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না ২৯৪
জারজ সন্তানের বৈশিষ্ট্য ২৯৬
চোগলখোরী অনাবৃষ্টির কারণ ২৯৭
চোগলখোর কখনো সত্যবাদী হয় না ২৯৭
চোগলখোরের মুখোমুখি হলে করণীয় ২৯৭

অনুচ্ছেদ-১৯ : হিংসা/২৯৯

হিংসা ও তা থেকে মুক্তির উপায় ২৯৯
হিংসার ক্ষতি ৩০০
হিসাব নিকাশের পূর্বেই জাহান্নামে গমন ৩০১
আসমান ও জমিনের প্রথম গুনাহ ৩০২

বিষয় পৃষ্ঠা
হিংসার ক্ষতিসমূহ ৩০৩
হিংসার বৈধ প্রকার ৩০৪
এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক ৩০৬
হিংসা ও বিদ্বেষমুক্ত থাকা রাসূল ﷺ এর সুন্নত ৩০৬
হিংসাকারী আল্লাহর বিরোধিতায় লিপ্ত ৩১০
হিংসুকের পরিণতি ৩১০

অনুচ্ছেদ-২০ : অহংকার/৩১১

তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না ও তাদের দিকে তাকাবেনও না... ৩১১
অহংকারের পরিচয় ৩১৩
সর্বাধিক অপছন্দনীয় ব্যক্তি ৩১৪
অহংকার ও বিনয় ৩১৪
বিনয় নবীদের এবং অহংকার কাফেরদের স্বভাব ৩১৫
বিনয়ীদের প্রশংসা ৩১৬
উমর ইবনে আব্দুল আযিয রহ.-এর বিনয়ের ঘটনা ৩১৭
হযরত উমর রাযি.-এর বিনয়ের ঘটনা ৩১৭
হযরত সালমান ফারসী রাযি.-এর বিনয় ৩১৮
আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি.-এর বিনয় ৩১৮
রাসূল ﷺ বিনয় ও আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন করেছেন ৩২০
দাসের সঙ্গে আলী রাযি.-এর উত্তম আচরণ ৩২১
অহংকার আল্লাহর গুণ ৩২২

অনুচ্ছেদ-২১ : মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য আটকে রাখা/৩২৩

কসাই, গম ও কাফন ব্যবসায়ী ৩২৩
মজুদদারির প্রকারভেদ ৩২৪
মূল্য নির্ধারণ ও বাজার ঠিক করা ৩২৪
নিয়তের ফল ৩২৫
ছয়টি উপদেশ ৩২৫
সৌভাগ্যের আলামত ৩২৬
দুর্ভাগ্যের আলামত ৩২৬

অনুচ্ছেদ-২২ : হাসি-তামাশা/৩২৮

হযরত ঈসা আ.-এর বাণী ৩২৮
অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ ৩২৯
হযরত খিজির আ.-এর উপদেশ ৩৩০

বিষয় পৃষ্ঠা
আমলদার আলেমদের কথাই মনে প্রভাব ফেলে ৩৩১
হাসির পরিণাম ৩৩২
পাঁচটি জিনিসের চিন্তা ৩৩৩
হাসান বসরী রহ.-এর হালাত ৩৩৪
কান্নার ভান করা ৩৩৫
তিন ধরনের চোখ ৩৩৫
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর উক্তি ৩৩৬
নয়টি পরিত্যাগে নয়টি বিষয় লাভ ৩৩৬
অট্টহাসির বিপদ ৩৩৯

অনুচ্ছেদ-২৩ : ক্রোধ সংবরণ/৩৪১

ক্রোধের চিকিৎসা ৩৪১
ক্রোধ সংবরণের ফযীলত ৩৪২
তিনটি গুণ ব্যতীত ঈমানের স্বাদ লাভ অসম্ভব ৩৪৩
ধৈর্য ও সহনশীলতার ফযীলত ৩৪৪
ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতিফল ৩৪৪
জনৈক আবেদের ঘটনা ৩৪৫
হযরত মূসা আ.-এর নিকট ইবলিসের আবেদন ৩৪৬
মানুষ যাচাই ৩৪৭
জান্নাতী ব্যক্তির গুণ ৩৪৮
মর্যাদা ও মহত্ত্ব ৩৪৯
সর্বাধিক মন্দ ব্যক্তি ৩৫১
বনী ইসরাইলকে লক্ষ্য করে ঈসা আ.-এর সম্বোধন ৩৫১
যুহদের প্রকারভেদ ৩৫১
উপকারী কয়েকটি প্রবাদবচন ৩৫২
মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ ৩৫৩
সর্বাধিক শক্তির অধিকারী ৩৫৩
জুলুমকারীর উপর বদদোয়া ৩৫৪
তূরাপ্রবণতা ও ধৈর্যশীলতার প্রতিফল ৩৫৫
হঠাৎ সিদ্ধান্তের ক্ষতিসমূহ ৩৫৫
ধৈর্যের কল্যাণসমূহ ৩৫৫

অনুচ্ছেদ-২৪ : জবানের হেফাজত/৩৫৬

নীরবতার মাধ্যমে শয়তানের উপর বিজয়ী হওয়া যায় ৩৫৬

বিষয় পৃষ্ঠা
অর্থহীন বাক্যালাপ ৩৫৭
ইবাদতের মূল ও ইসলামের সৌন্দর্য ৩৫৮
বিখ্যাত চারজন সম্রাটের উক্তি ৩৫৮
নফ্সের মুহাসাবা ৩৫৯
মূর্খের পরিচয় ৩৬০
হযরত ঈসা আ.-এর বাণী ৩৬০
জ্ঞানী ব্যক্তির চিন্তাভাবনা এবং আমলের জন্য সময় বণ্টন ৩৬২
নীরব থাকার উপকারিতা ৩৬৩
নীরবতার উপকারিতাসমূহ ৩৬৪
দেহের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বনিকৃষ্ট অংশ ৩৬৫
হযরত মুআয রাযি. কে রাসূল ﷺ-এর উপদেশ ৩৬৬
বুজুর্গদের উক্তি ৩৬৬
হযরত আবূ যর গিফারী রাযি.-এর নসীহত ৩৬৭
অধিক বাক্যালাপে অন্তর রূঢ় হয়ে যায় ৩৬৮

অনুচ্ছেদ-২৫ : লোভ ও দীর্ঘ আশা/৩৬৯

হযরত আবূ দারদা রাযি.-এর নসীহত ৩৬৯
আপন কন্যার প্রতি হযরত উমরের উপদেশ ৩৭০
মানুষের অশেষ আকাঙ্ক্ষা ৩৭০
লোভ ও দীর্ঘ আশার পরিণতি ৩৭১
ভালো মানুষ ও মন্দ মানুষ ৩৭৩
গুনাহের মূল ৩৭৩
হযরত আদম আ.-এর অসিয়ত ৩৭৪
চার হাজার প্রবচন থেকে চারটি নির্বাচন ৩৭৪
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের রেওয়ায়াত ৩৭৫
অল্প আকাঙ্ক্ষীদের আল্লাহর সম্মান ৩৭৬
চারটি জিনিস দ্বারা অন্তরে নূর সৃষ্টি হয় ৩৭৬
দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষীদের আল্লাহর শাস্তি ৩৭৬
চার জিনিস দ্বারা কলব কঠিন হয়ে যায় ৩৭৭
ছয়টি বিষয় মুমিনের জন্য আবশ্যকীয় ৩৭৭
উপকারী ধন সম্পদ ৩৭৯
দুনিয়ার নশ্বরতা ৩৭৯

বিষয় পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ-২৬ : দারিদ্রের ফযীলত/৩৮১

তিন ধরনের বিশেষ প্রতিদান ৩৮১
হযরত আবূ যর রাযি.কে রাসূল ﷺ-এর সাতটি অসিয়ত ৩৮২
কাফেরের জন্য দুনিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ ৩৮৩
কিয়ামতের দিন ধনীরা গরীবদের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে ৩৮৪
ব্যবসা ও ইবাদত উভয়টা একসাথে করা কষ্টসাধ্য ৩৮৫
দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতা প্রসঙ্গে রাসূলের হাদীস ৩৮৫
দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের সাহচার্য ৩৮৬
কিয়ামতের দিন দরিদ্রদেরকে সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে ৩৮৭
দরিদ্রদের জন্য পাঁচ ধরনের মর্যাদা ৩৮৮
এক দিরহাম সদকা করা এক লক্ষ দিরহাম হতেও উত্তম ৩৮৮
দরিদ্রদের ফযীলত ৩৮৯
দরিদ্র ও ধনীর তুলনা ৩৯০
চারটি বিষয় ব্যতীত চারটি বিষয়ের দাবী অর্থহীন ৩৯১
ধন-সম্পদ ফেতনা তুল্য ৩৯৩
আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাকে দুনিয়া থেকে দূরে রাখেন ৩৯৩
বিভিন্নভাবে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করে ৩৯৪
রাসূলের সামনে সমস্ত সম্পদের চাবি পেশ করা ৩৯৫

অনুচ্ছেদ-২৭ : দুনিয়া পরিত্যাগ/৩৯৬

দুনিয়া নয়, আখেরাত কাম্য ৩৯৬
রাসূল ﷺ-এর খুতবা ৩৯৭
আখেরাত অন্বেষী সম্পদ জমা রাখে না ৩৯৮
আখেরাতের প্রতি উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী হাদীস ৩৯৯
ইবরাহীম আ.-এর তিনটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৪০০
কলব বেঁচে থাকে চার জিনিসের মাধ্যমে ৪০১
যুহদ তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত ৪০১
হেকমত আসমানী আলো ৪০১
প্রকৃত জ্ঞানী ৪০২
বিজ্ঞবচন ৪০২
দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ৪০২
দুনিয়ার নশ্বরতার উদাহরণ ৪০৩

বিষয় পৃষ্ঠা
দুনিয়া ধূলিকণাতুল্য ৪০৬
কিয়ামতের দিন দুনিয়ার কুৎসিত রূপ ৪০৬
দুনিয়া আগুনে ফেলা হবে ৪০৭
হযরত ঈসা আ.-এর উক্তি ৪০৭
দুনিয়ার ভালোবাসার ক্ষতিসমূহ ৪০৮
দুনিয়ার দুই বন্ধু ৪০৮
পথিকের পাথেয়ের ন্যায় দুনিয়া অবলম্বন কর ৪০৯
সবচেয়ে বড় যাহেদ ৪১০
চার বিষয়ের অনুসন্ধান ৪১০
দুনিয়াদারীর প্রতিফল ৪১০
দুনিয়া ও তার প্রকৃতি ৪১১
দুনিয়ার ধন-সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষা ৪১১
ভারী ও হালকা ৪১২

অনুচ্ছেদ-২৮ : বিপদাপদ ও কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ/৪১৩

সর্বদা আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হবে ৪১৩
সবর-ই মূল/সবর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ৪১৪
সবর (ধৈর্য) সর্বশ্রেষ্ঠ আমল ৪১৫
বিপদাপদ গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ ৪১৬
সবর ব্যতীত উচ্চ মর্যাদা হাছিল হয় না ৪১৭
আল্লাহর প্রশংসা করার ফল ৪১৮
কাফের কর্তৃক রাসূল ﷺ-এর কষ্টভোগ ৪১৯
বিপদাপদে ধৈর্যধারণের সওয়াব ৪২০
কিয়ামতের দিন চার নবীকে চার ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হবে ৪২৩
দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ৪২৪
রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা ৪২৪
আল্লাহ গুনাহীকে ঢিল দেন ৪২৫
সর্বাধিক বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি ৪২৬
কল্যাণের খাজানা ৪২৬
ধৈর্যশীলদের থেকে মসীবত দূর করে দেওয়া হবে ৪২৭
সম্পদের আধিক্যে ভয় এবং স্বল্পতায় সন্তোষ ৪২৯
আল্লাহ যার ভালো চান তার শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে দেন ৪৩০

বিষয় পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ-২৯ : বিপদে ধৈর্যধারণ/৪৩২

রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে মুআয রাযি. কে উসিয়্যতনামা..... ৪৩২
ধৈর্যহীনতার প্রতিফল ৪৩৩
তাওরাতের চারটি লেখা..... ৪৩৪
আল্লাহর নিকট হযরত মূসা আ.-এর প্রশ্ন ৪৩৬
দু'ফোঁটা এবং দু'কদম আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ৪৩৭
সুলাইমান আ.-এর সন্তানের মৃত্যু ৪৩৭
হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর কন্যার ইন্তিকাল ৪৩৮
মসিবতে করণীয় ৪৩৯
মুসীবতে ইন্নালিল্লাহ পড়া এবং প্রতিদানের জন্য দোয়া করা..... ৪৩৯
মুসীবতে ধৈর্যধারণের বিশাল সওয়াব ৪৪০
ইন্নালিল্লাহ বলা এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য..... ৪৪১
রাসূল ﷺ-এর পুত্রের ইন্তিকাল ৪৪১
পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য..... ৪৪২
সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ..... ৪৪৩
ধৈর্যের স্তর তিনটি..... ৪৪৪
লওহে মাহফুজের প্রথম লিপি..... ৪৪৪
ধৈর্যহীনতার ফলে বিপদ বৃদ্ধিপায় ৪৪৫
রাসূল ﷺ-এর হাদীস..... ৪৪৫
ছয়টি উপদেশ..... ৪৪৬

অনুচ্ছেদ-৩০ : উযূর ফযীলত/৪৪৭

রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে উজূ ও নামাযের তালিম..... ৪৪৭
সুরক্ষিত দুর্গ ৪৫২

অনুচ্ছেদ-৩১ : পাঁচ ওয়াক্ত নামায/৪৫৫

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের তুলনা..... ৪৫৫
পুর্ণাঙ্গ নামায ৪৫৫
নামাযের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয় ৪৫৭
ঘরের নামায ৪৫৮
নামায চুরি..... ৪৬০
হাশরের ময়দানে তিন শ্রেণীর মর্যাদা..... ৪৬২
হাশরের ময়দানে তিন শ্রেণীর লাঞ্ছনা ৪৬৩
নামায ত্যাগী ব্যক্তি শয়তানতুল্য..... ৪৬৪

বিষয় পৃষ্ঠা
নামাযের জন্য অপেক্ষার ফযীলত ৪৬৪
কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে ৪৬৫
জামাতে নামাযের পাঁচ গুণ ৪৬৬
জামাতে অবহেলাকারীর বার ধরনের শাস্তি ৪৬৬
জুমআ ও জামাত ত্যাগকারীর শাস্তি ৪৬৭
নামায হাজত পূরণের সর্বোত্তম মাধ্যম ৪৬৮
সর্বোত্তম নেয়ামত ৪৬৮
নামাযের কিছু কবূল ও কিছু না-কবুল ৪৭০
নামাযের বৈশিষ্ট্য ৪৭১
পূর্ণাঙ্গ নামায : ইলম অর্জনের তিন তরীকা ৪৭৩
পূর্ণাঙ্গ উযূর তিন তরীকা ৪৭৩
পোশাকের পূর্ণতা তিন তরীকায় ৪৭৩
নির্ধারিত সময়ে নামায আদায়ের লক্ষণীয় তিনটি বিষয় ৪৭৪
পূর্ণাঙ্গরূপে কেবলামুখী হওয়ার তিনটি মাধ্যম ৪৭৪
নিয়তের পূর্ণতা তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে ৪৭৪
তিন উপায়ে তাকবিরের পূর্ণতা ৪৭৫
তিন উপায়ে কিয়ামের পূর্ণতা ৪৭৫
তিন উপায়ে কিরাতের পূর্ণতা ৪৭৫
তিন উপায়ে সিজদার পূর্ণতা ৪৭৫
তিন উপায়ে বৈঠকের পূর্ণতা ৪৭৬
ইখলাসের পূর্ণতার তিন উপায় ৪৭৬
নামাযী ব্যক্তির সম্মান ৪৭৯

অনুচ্ছেদ-৩২ : আযান ও একামতের ফযীলত/৪৮১

প্রথম কাতার ও আযানের ফযীলত ৪৮১
অসুস্থ ব্যক্তি মুআযযিন এবং ইমামের মর্যাদা ৪৮২
মুয়াজ্জিনের জন্য মাগফিরাত ৪৮৩
কিয়ামতের দিন হযরত বেলালের আজান ৪৮৪
মুআযযিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ৪৮৪
মুআযযিনদের জন্য দশটি গুণ আবশ্যক ৪৮৫
ইমামের জন্য দশটি গুণ আবশ্যক ৪৮৬
জান্নাতের জামানত ৪৮৭
ইমাম জামিন, মুআযযিন আমীন ৪৮৮
নামাযে প্রথম কাতারে উপস্থিত হওয়ার সওয়াব ৪৮৯

বিষয় পৃষ্ঠা
আযানের শব্দে আরশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়..... ৪৮৯
পাঁচ ব্যক্তির নামায কবূল হয় না..... ৪৯০
মুআজ্জিনের সম্মান ও তার সাক্ষ্য..... ৪৯১
আযাব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রেণী..... ৪৯২
আযানের ব্যাখ্যা ও তার অর্থ..... ৪৯৩

অনুচ্ছেদ-৩৩ : পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা/৪৯৫

তোমরা মেসওয়াক কর..... ৪৯৫

অনুচ্ছেদ-৩৪ : জুমআর ফযীলত/৫০০

জুমআ দিনের গুরুত্ব এবং দোয়া কবুলের মুহূর্ত..... ৫০১
খুতবাকালীন চুপ থাকা..... ৫০২
জুমআর দিনের পাঁচ বৈশিষ্ট্য..... ৫০৩
জুমআর দিনের সওয়াব..... ৫০৪
মৃতদের জন্য সদকা ও দোয়া..... ৫০৫

অনুচ্ছেদ-৩৫ : মসজিদের মর্যাদা/৫০৯

গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয়..... ৫১১
আল্লাহর আশ্রয় লাভকারী তিন ব্যক্তি..... ৫১১
মুমিনের দুর্গ..... ৫১২
মসজিদ রক্ষণার ফযীলত..... ৫১২
মসজিদের সম্মানের অন্তর্ভুক্ত পনেরটি বিষয়..... ৫১৩
মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা..... ৫১৩
জামাতে নামাযের ফযীলত এবং মসজিদের সুপারিশ..... ৫১৪

অনুচ্ছেদ-৩৬ : সদকার ফযীলত/৫১৬

উত্তম সদকা..... ৫১৬
কৃপণতা কুফরের শাখা এবং দানশীলতা ঈমানের শাখা..... ৫১৭
বদান্যতা ও কার্পণ্যের শেকড়..... ৫১৮
জান্নাতের দরজার লেখা তিন বাক্য..... ৫২০
এক আবেদ ও এক কৃপণের গল্প..... ৫২১
উত্তম জীবন..... ৫২২
সদকার দশটি লাভ..... ৫২৩
উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি.-এর দানশীলতা..... ৫২৪
হাস্সান বিন আবূ সিনানের ঘটনা..... ৫২৫
শিক্ষণীয় এক দাস্তান..... ৫২৫

বিষয় পৃষ্ঠা

পছন্দনীয় চারটি বিষয় ৫২৬

অনুচ্ছেদ-৩৭ : সদকা বালা-মসীবত দূর করে/৫২৭

সদকা অপছন্দ করার পরিণাম.....৫২৯
মালেক বিন দিনারের স্ত্রীর ঘটনা ৫৩০
জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তির ঘটনা ৫৩১
দশটি উত্তম গুণ.....৫৩১
সদকার সওয়াব বৃদ্ধিকারী সাতটি বিষয় ৫৩২

অনুচ্ছেদ-৩৮ : রোযার ফযীলত/৫৩৩

রমযানে জান্নাতকে সজ্জিত করা হয় ৫৩৩
ইফতারের সময় জাহান্নামীদেরকে মুক্তিদান ৫৩৫
ঈদুল ফিতরের রাত ৫৩৬
রমযানের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ৫৩৬
রমযান সারা বছরের কাফফারা স্বরূপ.....৫৩৭
শবে কদর : হাজার মাসের তুলনায় উত্তম রাত্রি.....৫৩৮
রমযানের বরকতসমূহ.....৫৪০

অনুচ্ছেদ-৩৯ : জিলহজের দশ দিনের ফযীলত/৫৪৬

নির্বাচিত চার দিন ৫৫০

الحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على اشرف الأنبياء و المرسلين، امابعد!

অনুচ্ছেদ-১ : ইখলাস প্রসঙ্গ

❒ শুধু আল্লাহর জন্য যে আমল করা হয়, তা-ই কবুলের যোগ্য

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ يَوْمَ يُجَازِي الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ خَيْرًا.

হযরত মাহমূদ বিন লাবীদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য যে বিষয়টি আমার নিকট সর্বাধিক ভীতিকর, তা হলো, ছোট শিরক। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, ছোট শিরক হলো– লৌকিকতা। আল্লাহ তা'আলা যে দিন বান্দাদেরকে আমলের প্রতিদান দিবেন, সে দিন লৌকিকতায় আক্রান্ত বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, দুনিয়াতে যাদেরকে দেখানোর জন্য আমল করতে, তাদের কাছে যাও। দেখ, তারা তোমাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে কি না।[১০]

ইমাম সমরকন্দী রহ. বলেন, তাদেরকে একথা বলার কারণ হলো, দুনিয়াতে তাদের আমল ছিল প্রতারণামূলক। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের সাথে প্রতারণার প্রতিউত্তর স্বরূপ এমন আচরণই করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

অর্থ : নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে, তাই তিনিও তাদের সঙ্গে ধোঁকাবাজির মোআমালা করবেন।[১১]

---

১০. মুসনাদে আহমদ (তাহকিক আরনাউত) : ৩৯/৪৩(২৩৬৩০); মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৪৮৬; সহীহ ইবনে খুযাইমা : হাদীস-৯৩৭; শোয়াবুল ঈমান : হাদীস-৬৮৩১। সনদ সহীহ [তাহকিক আরনাউত]।

১১. সূরা নিসা : আয়াত-১৪২

অর্থাৎ তিনি তাদের প্রতারণার প্রতিদান দিবেন। ফলে তাদের আমল বিনষ্ট হবে। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, যাদের জন্য তোমরা আমল করতে তাদের নিকট গমন কর, আমার নিকট নয়। কেননা, তোমাদের আমলের কোনো প্রতিদান আমার কাছে নেই। কারণ, তা একান্ত আল্লাহর জন্য ছিল না। বান্দা তখনই প্রতিদান লাভের আশা করতে পারে, যখন তার আমল কেবল আল্লাহর জন্যই হবে। অতএব, যদি তাতে অন্যের ন্যূনতম অংশীদারিত্ব থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিদানের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব রাখেন না। অর্থাৎ, তার কোনো প্রতিদান তিনি দিবেন না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ اللهُ : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، أَنَا غَنِيٌّ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي فِيهِ شِرْكَةٌ لِغَيْرِي، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ.

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, শিরকের ক্ষেত্রে আমি সকল অংশীদার থেকে সর্বাধিক অমুখাপেক্ষী। সুতরাং কেউ যদি আমল করে এবং তাতে অন্য কাউকে আমার সাথে শরীক করে, তবে আমার সঙ্গে সে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই।[১২]

হাদীসের মর্মার্থ হলো, আমি সে আমল থেকে মুক্ত, যাতে আমি ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করা হয়। অপর ব্যাখ্যা মতে, আমি ওই আমলকারী হতে মুক্ত।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা কেবল সে আমলই কবূল করবেন, যা একান্তভাবে তার উদ্দেশ্যে হয়। সুতরাং যদি তা একান্তভাবে তার জন্য না হয়, তবে তা কবূল করবেন না। আখেরাতে এর জন্য প্রতিদানও থাকবে না। বরং উক্ত আমলকারীর পরিণতি হবে জাহান্নাম। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ○ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ○ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا.

অর্থ : 'যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন

১২. সহীহ মুসলিম : হাদীস-২৯৮৫ (ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তনসহ); মুসনাদে আহমদ : ১৩/৩৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদীস-৪২০২।

অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। এদের এবং ওদের প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌঁছে দেই। আপনার পালনকর্তার দান তো অবধারিত।[১৩]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করবে, আখেরাতে তার সওয়াবের কোনো অংশ নেই। বরং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যে আমল করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার আমল কবূল করা হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত আমল কেবল ক্লান্তি ও বিষণ্ণতার কারণ। হাদীস শরীফে এমনই এসেছে।

❒ গাইরুল্লাহর জন্য করা আমলে ক্লান্তি বৈ কিছুই নেই

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ وَالنَّصَبُ.

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, অনেক রোযাদার এমন আছে যার রোযা থেকে প্রাপ্তি কেবল ক্ষুধা ও পিপাসা। আর রাতভর অনেক এবাদতকারী এমন আছে যার বিনিদ্র রাত যাপনের প্রাপ্তি কেবল রাত জাগরণ ও ক্লান্তিভোগ।[১৪]

অর্থাৎ নামায রোযা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হয়, তাহলে এর বিনিময়ে সে কোনো প্রতিদান পায় না।

যেমন কোনো এক বিদ্বান ব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও যশ-খ্যাতি অর্জনের জন্য ভালো কাজ করে, তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো, যে কঙ্করভর্তি থলে নিয়ে বাজারে যায়, আর আশপাশের লোকেরা মনে করে, না জানি তার থলিতে কত টাকা আছে! মানুষের এমন উক্তি ছাড়া তার আর কোনই লাভ নেই। কারণ, থলে ভর্তি কঙ্করের বিনিময়ে বাজার থেকে কিছু ক্রয় করতে চাইলে, তাকে কিছুই দেওয়া হবে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও যশ-খ্যাতির জন্য আমল করে, তার আমলেও কোনো লাভ নেই মানুষের এমন কথা ছাড়া। আখেরাতে এর কোনো সওয়াব নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

---

১৩. সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১৮-২০

১৪. মুসনাদে আহমদ (শুয়াইব আরনাঊত) : ১৪/৪৪৫; সুনানে দারেমী: হাদীস-২৭২০; সহীহ ইবনে খুযাইমা : হাদীস-১৯৯৭; হাদীসটির সনদ সহীহ।

অর্থ : আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করবো, অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।[১৪] অর্থাৎ, যে আমল আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তার সওয়াব আমি পণ্ড করে দেব। রোদে উড়ন্ত ধূলি-কণা যেমন কোনো কাজে আসে না, লোক দেখানো ও যশ-খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃত আমলও তেমন কোনো কাজে আসবে না।

عَنْ مُجَاهِدٍ يَقُوْلُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ فَأَلْتَمِسُ بِهَا وَجْهَ اللهِ تَعَالَى وَأُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لِي خَيْرٌ.

হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সদকা করি এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি। আর আমি এ আকাঙ্ক্ষাও করি যে, এর কারণে লোকজন আমার কিছু প্রশংসাও করুক।[১৬] তখন এ আয়াত নাযিল হয়–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থ : সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করে, সে যেন নিখাদ আমল করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।[১৭]

❐ সাতটি আমল সাতটি বিষয় ছাড়া অর্থহীন

জনৈক বিদ্বান ব্যক্তি বলেন, সাত ধরনের আমল সাত ধরনের গুণ ব্যতীত কোন কাজে আসবে না–

১. أَنْ يَعْمَلَ بِالْخَوْفِ دُوْنَ الْحَذَرِ অর্থ : পরিহার ব্যতীত ভীতি। অর্থাৎ কেউ বলে, আমি আল্লাহর আযাবকে ভয় করি, অথচ সে গুনাহ পরিহার করে না। সুতরাং তার এ কথা কোনো কাজে আসবে না।

২. أَنْ يَعْمَلَ بِالرَّجَاءِ دُوْنَ الطَّلَبِ অর্থ : চেষ্টা ছাড়া আশা। অর্থাৎ, কেউ বলে, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সওয়াবের আশা রাখি, অথচ নেক আমলের মাধ্যমে তা তালাশ করে না। সুতরাং তার এ কথা কোনো কাজে আসবে না।

৩. بِالنِّيَّةِ دُوْنَ الْقَصْدِ অর্থ : চেষ্টা সাধনা ব্যতীত নিয়ত। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি

---

১৪. সূরা আল-ফুরকান : ২৩

১৬. উপরোক্ত সনদে হাদীসটি আমরা পাইনি। তবে ইমাম ক্বুরাযী নিজ সনদে হাদীসটি মুজাহিদের সূত্রে সাদাকাহ ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে স্বীয় তাফসীরে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন। দেখুন : তাফসীরে ক্বুরাযী : ১৮/১৩৬ (সূরা আল-কাহফ শেষ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

১৭. সূরা আল-কাহফ : আয়াত-১১০

অন্তরে এ ইচ্ছা রাখে যে, সে ভালো কাজ করবে, কল্যাণ কর্মে ব্রতী হবে, কিন্তু এর জন্য চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে না। এ ব্যক্তির নিয়তও কোনো কাজে আসবে না।

৪. بِالدُّعَاءِ دُونَ الْجُهْدِ অর্থ : পরিশ্রম ব্যতীত দুআ। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কল্যাণকর্মের তাওফীক চেয়ে দোয়া করে অথচ তা সম্পাদন করার জন্য কোনো পরিশ্রম করে না। সুতরাং এ দোয়া তার কোনো উপকারে আসবে না। বরং তার দায়িত্ব হলো পরিশ্রম করা, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওফীক দান করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ : যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।[১৮]

অর্থাৎ যারা আমার আনুগত্যের পথে ও আমার দীনের জন্য চেষ্টা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সে কাজে সফলতা দান করি।

৫. بِالِاسْتِغْفَارِ دُونَ النَّدَمِ অর্থ : অনুশোচনাহীন ইস্তিগফার। অর্থাৎ কেউ বলে, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। অথচ কৃত গুনাহের জন্য তার কোনো অনুতাপই নাই। সুতরাং অনুশোচনাহীন ইস্তিগফার তার কোনো কাজে আসবে না।

৬. بِالْعَلَانِيَةِ دُونَ السَّرِيرَةِ অর্থ : গোপনে নয়, কেবল প্রকাশ্যে। অর্থাৎ কেউ তার বাহ্যিক দিকটাকে শুধরে নিল। অথচ অপ্রকাশ্যে ও গোপনীয় দিককে শোধরালো না। সুতরাং তার বাহ্যিক শোধরানো কোনো কাজে আসবে না।

৭. أَنْ يَعْمَلَ بِالْكَدِّ دُونَ الْإِخْلَاصِ অর্থ : ইখলাস ব্যতীত পরিশ্রম। অর্থাৎ কেউ ভালো কাজের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করল, কিন্তু সে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং তার এমন চেষ্টা-সাধনা কোনো কাজে আসবে না।

وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ : يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ لِاجْتِلَابِ الدُّنْيَا مِثْلَ الْحَلَبِ.[১৯] فَيَلْبَسُونَ لِبَاسَ جُلُودِ الضَّأْنِ فِي الدِّينِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ

---

১৮. সূরা আনকাবূত : আয়াত-৬৯

১৯ وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَى يَحْلِبُونَ أَيْ يَأْكُلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ وَفِي أُخْرَى يَحْتَلِبُونَ الدُّنْيَا يَعْنِي يَأْخُذُونَهَا

السُّكَّرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ. يَقُولُ اللهُ : أَبِي تَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَيَّ تَجْتَرِئُونَ فَبِي حَلَفْتُ؟ لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَكِيمَ الْعَاقِلَ فِيهَا حَيْرَانًا

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, শেষ যামানায় এমন এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যারা দুনিয়াকে দীনের সাথে মিশ্রিত করে ফেলবে। তাদের পোশাক হবে ভেড়ার পশমের মতো কোমল আর ভাষা হবে চিনির চেয়েও সুমিষ্ট। কিন্তু তাদের অন্তর হবে নেকড়ের অন্তরের মতো। আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আমাকে নিয়ে প্রতারণা করছ? নাকি আমার উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছ? আমার নফসের কসম! আমি তাদের উপর এমন ফেতনা চাপিয়ে দেব, যা প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানীকেও দিশেহারা করে ছাড়বে।[২০]

❐ আমল প্রকাশিত হওয়ার সওয়াব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَعْمَلُ الْعَمَلَ فَأُسِرُّهُ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ أَلِي فِيهِ أَجْرٌ؟ قَالَ : لَكَ فِيهِ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ.

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট আগমন করে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমল করে তা গোপন করি, কোনোভাবে যদি তা প্রকাশ হয়ে যায়, তবে আমার ভিতরে তা আনন্দের উদ্রেক হয়। আমি কি এতে সওয়াব পাবো? রাসূল ﷺ বললেন, এতে তুমি দু'টি সওয়াব পাবে–

১. গোপন করার সওয়াব।

২. প্রকাশ করার সওয়াব।[২১]

ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. বলেন, উক্ত হাদীসের অর্থ হলো, আমল প্রকাশ হওয়ার ফলে অন্যরা তার আমলের অনুসরণ করলে, সে দু'টি সওয়াব পাবে। যেমন অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

---

২০. সুনানে তিরমিযী (তুহফা) : ২৪০৪-২৪০৫। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরিব বলেছেন। আল্লামা মুনাবিবী আত-তারগীবে তা সমর্থন করেছেন। এছাড়াও হাদীসটি সুনানে দারেমী : হাদীস-৩০৭ তে সহীহ সনদে কা'ব আহবারের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

২১. সুনানে ইবনে মাজাহ (শুআইব আরনাঊত) : ৫/৩০৫ (৪২২৬); সুনানে তিরমিযী : হাদীস-২৩৮৪; সহীহইবনে হিব্বান : হাদীস-৩৭৫; সনদ সহীহ।মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১০/২৯৩।